ইস্পাহানি মির্জাপুর চা
৬ষ্ঠ জাতীয় ক্রিকেট লীগ

প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে প্রথম শ্রেণীর ব্যর্থতা

লিখেছেন **সজল জাহিদ**

চিন্তা করুন তো এবার মাশরাফি উইকেটকিপিং করছেন! এটা শুধু কল্পনার কোনো দৃশ্য নয়। পুরোটাই বাস্তব। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের টেস্ট দলের সেরা পেসার তিনি। হয়তো সেরা উইকেটকিপার হওয়ার স্বপ্নও এর মধ্যেই তার মনে দানা বেঁধেছে! দেশ-সেরা এই পেসারই কিনা জাতীয় লীগে এসে উইকেটকিপার বনে গেলেন। যে মাশরাফির অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্সে ভারতীয় সাংবাদিকদের মুখ থেকে পর্যন্ত আফসোস ঝরে পড়ে, 'যদি আমাদের দলেও একজন মাশরাফি থাকতো!' তিনিই কিনা খুলনা বিভাগের হয়ে কিপিং গ্লাবস নিয়ে চলে গেলেন উইকেটের পেছনে। হ্যাঁ, অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্স এই ম্যাচেও দেখালেন। উইকেট কিপিংয়ের পর খেললেন ৭০ ও ১৩২ (অপঃ) রানের দু'টি 'মাশরাফীয়' ইনিংস। তাতে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগে উঠতে পারে, 'নড়াইল এক্সপ্রেস' কি তাহলে ইমরান, কপিল, বোথাম হওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে গিলক্রিস্ট হতে চাইছেন? বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ বলেই এ চিন্তাও সম্ভব। ইনজুরির প্রকোপ, তারকা খরা, দলের মধ্যে সমন্বয়হীনতা- সব মিলিয়েই চলছে বাংলাদেশের একমাত্র প্রথম শ্রেণীর আসর। 'এটাকে তো চলা বলে না। এটা তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা।' লীগ যখন মাঝপথ পাড়ি দিচ্ছে, তখন এমন কথা অনেকের মুখেই শোনা যাচ্ছে।

এর মধ্যে জাতীয় লীগ অর্ধেকেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। চ্যাম্পিয়নশিপের কোনো রূপরেখা এখনো ঠিক হয়নি। এটা অবশ্য এক অর্থে পজেটিভ দিকই। বরিশাল বাদে সবগুলো দলই গাণিতিক বিবেচনায় ঝুলছে শিরোপা লড়াইয়ের রশিতে। সে বিবেচনায় লড়াইটা ভালোই হচ্ছে দলগুলোর মধ্যে। পঞ্চম রাউন্ড পর্যন্ত চার দিনের ম্যাচে সবাইকে ছাড়িয়ে ঢাকা। এক দিনের ম্যাচেও যৌথভাবে শীর্ষে রয়েছে তারা। ওয়ানডেতে তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অবস্থান করছে রাজশাহী। এখানে পরের অবস্থানে থাকা খুলনা এবং সিলেটও নিঃশ্বাস ফেলেছে এ দুই দলের কাঁধে। ওয়ানডে ম্যাচে সবচেয়ে অবাক করেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম। বরিশালের খাতা শূন্য। গত শনিবার ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা শুরু হয়েছে। সে পর্যন্ত চার দিনের ম্যাচে ঢাকার সংগ্রহ ২৪ পয়েন্ট। দুটি জয় এবং বাকি তিনটি ম্যাচের প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ড্র করায় সবার চেয়ে এগিয়ে খালেদ মাহমুদের দল। এক দিনের ম্যাচের একটিতে রাজশাহীর বিপক্ষে হেরেছেন তারা। বাকি চারটিতেই হাসি নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। এক দিনের ম্যাচে ঢাকার সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে থাকা রাজশাহী চার দিনের ম্যাচে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চট্টগ্রামের সঙ্গে। দু' দলেরই সংগ্রহ ১৮ পয়েন্ট। এখানে খুলনা রয়েছে ১২ পয়েন্টে। প্রথম দিকে টপ ফেভারিট হয়েও সিলেট রয়েছে ১০ পয়েন্ট নিয়ে নিচের সারিতে। আট পয়েন্ট পেলেও বরিশালকে প্রথম থেকেই বিবেচনা করা হচ্ছে 'লেথুড়' দল হিসেবে। তাদের পাওয়া পয়েন্টের অনেকখানিই পাইয়ে দিয়েছে বৃষ্টি। একদিনের ম্যাচে এখনো তাদের সংগ্রহে কোনো পয়েন্ট আঁচড় কাটতে পারেনি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে চার চারটি ম্যাচে হেরেছে চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম। এক দিনের ম্যাচে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছে খুলনা এবং সিলেট। দু' দলেরই সংগ্রহ আট পয়েন্ট করে।

এ তো গেলো মাঠের লড়াইয়ের কথা। এসব লেখা থাকছে স্কোর কার্ড আর রেকর্ডের খাতায়। কিন্তু মাঠে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে লড়ার আগে মাঠের বাইরে দলগুলো নিজেদের মধ্যে যেভাবে লড়ছে সেটি তো আর স্কোর কার্ডে লেখা থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রে একাদশ ঠিক করাই দলগুলোর জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলতে থাকা ষষ্ঠ রাউন্ডের লড়াইয়ে দলের এগারোজন নিয়েই চিন্তায় পড়ে চট্টগ্রাম। লীগ শুরুর প্রথম ম্যাচে সিলেটেরও একই অবস্থা ছিল। চট্টগ্রামের জন্যে অবশ্য সমস্যার নাম ইনজুরি। অধিনায়ক আজম ইকবাল, আফতাব আহমেদ, নাফিস ইকবাল সবার ওপরই ইনজুরি একযোগে আছর করেছে। কিন্তু সিলেটের ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যাখ্যাই ছিল না। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের মানসিকতাও যেন এমন, 'চলছেই তো। চলুক না।' অন্যদিকে খেলোয়াড়দের জন্যে একটা চাপও আছে। জাতীয় লীগে না খেললে তাকে জাতীয় দলের জন্যে বিবেচনা করা হবে না। সুতরাং খেলার ইচ্ছে না থাকলেও যারা জাতীয় দলের জার্সি গায়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন তারা খেলতে বাধ্য। আর যেসব তারকা না খেলার জন্যে বিকল্প কোনো কারণ হাজির করতে পেরেছেন তাদেরকে মাঠে নেমে ঘাম ঝরাতে হচ্ছে না।

তারকা খেলোয়াড়দের মাঠে না পাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় টাকা। যদিও এ ব্যাপারে সরাসরি কেউ কোনো

gvkivwd e¨vUmg¨vb Avi tevjvi RvZxq `‡ji mv‡eK I‡cbvi tgnive tnv‡mb Awc

ক্ষোভ প্রকাশ করতে রাজি নন। তবে আকারে-ইঙ্গিতে ঠিকই বুঝিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বোর্ড সেটা বুঝেছেও, এখানেই যা খানিকটা আশা রয়েছে। প্রথম দিকে এক ম্যাচে একজন খেলোয়াড়কে ৪০০ টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সেটা চলছেও। এখন অন্যভাবে খেলোয়াড়দের পুষিয়ে দিতে চাইছে বোর্ড। এই টাকার বাইরেও একজন খেলোয়াড়ের বাড়তি ৩০ হাজার টাকা আয় করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি চার দিনের ম্যাচকে দুটি ওয়ানডে ধরে একটি হিসাব করা হয়েছে। দশটি চার দিনের ম্যাচে কেউ অংশ নিলে তিনি ২০টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন বলে ধরে নেয়া হবে। পাশাপাশি থাকছে ১০টি ওয়ানডে ম্যাচও। সব মিলে ৩০ ম্যাচের জন্যে ৩০ হাজার টাকা। যেসব খেলোয়াড় লীগের সবগুলো ম্যাচে অংশ নেবেন তারা পাবেন এই পরিমাণ টাকা। প্রাপ্তিযোগ আছে সব ম্যাচে যারা অংশ নিতে পারেননি তাদের জন্যেও। ২০টি ম্যাচে অংশ নেয়ারাও একই হারে টাকা পাবেন। আর ১০টি ম্যাচে অংশ নেয়ারা পাবেন ১৫ হাজার টাকা। এই প্রাপ্তিযোগের খবরই খেলোয়াড়দের উদ্দীপ্ত করতে শুরু করেছে বলে মনে করছেন জাতীয় দলের বর্তমান, সাবেক সব অধিনায়ক।

আয়োজনের চরিত্র খানিকটা বদলাতেই উইকেটের চরিত্রও বদলাতে চাইলেন কর্তাব্যক্তিরা। উইকেটে ঘাস রেখে এবং উইকেটকে খানিকটা বাউন্সি করা হয়েছিল সে চিন্তা থেকেই। ফেব্রুয়ারির শুরুতে যখন আয়োজন শুরু হলো তখন মনে হচ্ছিল এবারের লীগটা যেন খানিকটা অন্যরকম। পেসার-ব্যাটসম্যানদের লড়াই তখন ভালোই উপভোগ্য ছিল। কিন্তু সেই অন্যরকমত্ব আর শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি। আয়োজক ভেন্যুগুলোর অব্যবস্থার কারণেই সব ভেস্তে গেছে। যার কারণে লীগের প্রথম তিন রাউন্ড পর্যন্ত জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল মাত্র দুটি ম্যাচে। বাকি সবগুলোই ড্র। ড্র হওয়া ম্যাচের সংখ্যা বেড়েছে পরের দুই রাউন্ডেও। পঞ্চম রাউন্ড পর্যন্ত সব মিলে ১৫ ম্যাচের নয়টি ড্র হয়েছে। ফলাফল এসেছে বাকি ছয় ম্যাচে।

এবারই প্রথমবারের মতো দল নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল জাতীয় নির্বাচকদের হাতে। অনেক ইতিবাচক চিন্তা থেকেই এমনটা করা হয়। কিন্তু নির্বাচকরা শেষ পর্যন্ত তাদের কাজকে নেতিবাচকতা দিয়ে ফেলেছেন। বিশেষ করে দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজেরাই কিছু নিয়ম-কানুন যোগ করে অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছেন তিন নির্বাচক। নির্বাচকরা দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত জুড়ে দেন-খেলোয়াড়কে অবশ্যই সদ্য শেষ হওয়া ঢাকা প্রিমিয়ার লীগে খেলতে হবে। তাছাড়া এক বিভাগের খেলোয়াড়কে অন্য বিভাগের দলে যুক্ত করে দিয়ে দলের মধ্যে সমন্বয়হীনতার বীজটিও ঢুকিয়ে দেন বেশ যত্ন করে। আর 'ঢাকা প্রিমিয়ারে খেলতে হবে' নিয়ম যোগ করে তৃণমূল থেকে নতুন প্রতিভা উঠে আসার সম্ভাবনা যেমন শেষ করে দেন, একই ভাবে যেসব খেলোয়াড় ঢাকায় প্রথম বিভাগ বা দ্বিতীয় বিভাগে খেলেন তাদের সম্ভাবনাকেও বাতিলের খাতায় ফেলে দেন কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই। নিয়মটা যদি এমনভাবে বহাল থাকেই, তবে আর কোনো এনামুল হক জুনিয়র বা মানজারুল ইসলাম রানার দেখা পাওয়া যাবে না এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। ঢাকায় খেলার আগেই তো এরা জাতীয় লীগের মাধ্যমে সবার নজরে আসেন। আগেভাগে ঢাকায় খেললেও অলক কাপালির উত্থানও তো জাতীয় লীগে খেলেই। নির্বাচকদের এই নিয়মের আওতায় একদিকে তারা যেমন অনেক খেলোয়াড়কে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দিয়েছেন, তেমনি আবার বাতিলের তালিকায় চলে যাওয়া অনেক খেলোয়াড়কেই তারা চালিয়ে দিয়েছেন। অবসর দিয়ে দিয়েছেন শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুতের মতো খেলোয়াড়কে। আবার বিদ্যুতের আগেই 'নাই' হয়ে যাওয়া ঢাকার জাহাঙ্গীর আলমকে সিলেট দলে ঢুকিয়েছেন। একই পর্যায়ে থাকা হালিম শাহকেও ঢাকায় খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তারা। এসব হিসাবের চেয়েও বড় হিসাব হলো, জাতীয় লীগ চলাকালীন 'এ' দল আর বিসিবি একাদশকে জিম্বাবুয়ে ও ভারত সফরে পাঠানোর ফলে লীগ ছিল একেবারেই তারকাহীন। একই সময়ে হাবিবুল বাশার, মোহাম্মদ রফিক এবং খালেদ মাসুদ পাইলটও ম্যাচের পর ম্যাচ না খেলে জাতীয় লীগকে এক অর্থে অর্থহীন করে তোলেন। তবে আশার খবর হলো, সেই অর্থহীনতা ষষ্ঠ রাউন্ড থেকে দূর হয়ে যাবে বলে মনে করেন হাবিবুল বাশার। শনিবার থেকেই আবার একযোগে তারা মাঠে নামছেন বলে জানান তিনি।

নারী ফুল না ফণী

জার্মান প্রবাসী
মনিরা ইসলামের
কবি গেলেন ছবির দেশে

চার রঙা প্রচ্ছদে ছড়া কবিতায় ঠাসা

প্রকাশক : ঝিঙেফুল
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৯৮, ০১৭২৯৭৬৪০৯

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com